শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-০৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড,রমনা,ঢাকা-১০০০
www.dme.gov.bd

স্মারক নং: ৫৭.২৫.০০০০.০০৪.০৩.০৬৫.১৭-৯২২ তারিখঃ ০৪.০৭.২০১৮ খ্রিঃ।

বিষয়: এমপিওভুক্ত বিভিন্ন বেসরকারি মাদরাসার সুপারগণ কর্তৃক এ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত আবেদনের আলোকে তাদের এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ সংশোধনীর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ২৪/বিবিধ-২-৮/২০০৮ (অংশ)/২৭৪,তারিখ: ০৯.০৯.২০১৫ খ্রিঃ।

উপরিউক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জানানো যাচ্ছে যে, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন নিম্নোক্ত এমপিওভুক্ত বিভিন্ন মাদরাসার সুপারদের এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ সংশোধনের নিমিত্ত স্ব-স্ব মাদরাসার সুপারগণ ও সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে।

০২.দাখিলকৃত আবেদন ও আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্যাদি এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ পর্যালোচনান্তে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ-

ক্রমিক:নং:	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
০১	জনাব আবু সালেহ মো: আব্দুল মান্নান, সুপার, গোবিন্দশ্রী দারুল উলুম দাখিল মাদরাসা।	045435	01.01.1958	01.11.1958	১২৩৮৮, নেত্রকোণা, মদন।	২৭.১১.২০১৭	০১.জনাব আবু সালেহ মো: আব্দুল মান্নান এর এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮ খ্রি: মুদ্রিত হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ ০১.১১.১৯৫৮ খ্রি: উল্লিখিত হয়েছে। ০২.এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ(০১.০১.১৯৫৮) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ(০১.১১.১৯৫৮) ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ ০১.১১.১৯৫৮ হিসেবে সংশোধনের জন্য সুপার কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩.আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্যাদি পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে,তাঁর(জনাব আবু সালেহ মো: আব্দুল মান্নান) জন্ম তারিখ সম্বলিত ১ম এমপিও শীট ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮খ্রি. মুদ্রিত হয় যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে।এ দীর্ঘ(১৯৯৮-২০১৭)১৯ বছরে জনাব আবু সালেহ মো: আব্দুল মান্নান কর্তৃক তাঁর জন্ম তারিখ সংশোধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমানক দেয়া হয়নি। ০৪.এখানে উল্লেখ্য যে,(জনাব আবু সালেহ মো: আব্দুল মান্নান)গোবিন্দশ্রী দারুল উলুম দাখিল মাদরাসার সুপার হিসেবে তাঁর নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং উক্ত এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫.এখানে আরো উল্লেখ্য যে,প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে।ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সম্পর্কে সুপার হিসেবে স্মারক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ১৯ বছর যাবত এমপিও উত্তোলন করে আসছেন।বিধায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি

ক্রমিক:নং:	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
							সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব আবু সালেহ মো: আব্দুল মান্নান এমপিও উত্তোলন করেছেন মর্মে প্রমানিত হয়। ০৬.এখানে আরো উল্লেখ্য যে,সাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষনা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন, তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না"**। অর্থাৎ যা সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী **estoppel** এর আওতায় পড়ে। ০৭।একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর(জনাব আবু সালেহ মো: আব্দুল মান্নান) কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮ সম্পর্কে সম্মক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮খ্রি. মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ০৮.যেহেতু নিজের ১৯ বছরের কাযকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি(সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে)সঠিক আছে মর্মে প্রমানিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব আবু সালেহ মো: আব্দুল মান্নান তাঁর এমপিও শীটে জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮ অস্বীকার করতে পারেন না (সাক্ষ্য আইনের estoppel এর বিধান মতে)। সিদ্ধান্ত:উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ(০১.১১.১৯৫৮)অনুযায়ী তাঁর(জনাব আবু সালেহ মো: আব্দুল মান্নান)জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।
০২	জনাব এ কে এম শামসুল হুদা,সুপার, পারুয়ারা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা। (ইন নং:১০৫২৯৯)	031618	01.03.1958	01.05.1960	৮৯৩৭, কুমিল্লা, বুড়িচং।	০৬.০৯.২০১৭	জনাব এ কে এম শামসুল হুদা এর এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৫৮ খ্রিঃ মুদ্রিত হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ ০১.০৫.১৯৬০ খ্রিঃ উল্লিখিত হয়েছে। ০২. এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (০১.০৩.১৯৫৮) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (০১.০৫.১৯৬০) ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ ০১.০৫.১৯৬০ হিসেবে সংশোধনের জন্য সুপার কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩.আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, জন্ম তারিখ সম্বলিত তাঁর(জনাব এ কে এম শামসুল হুদা) ১ম এমপিও শীট ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৫৮ খ্রি. মুদ্রিত হয়ে আসছে যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে।এ দীর্ঘ (১৯৯৮-২০১৭) ১৯ বছরে জনাব এ কে এম শামসুল হুদা কর্তৃক তাঁর জন্ম তারিখ সংশোধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ০৪.এখানে উল্লেখ্য যে,(জনাব এ কে এম শামসুল হুদা) পারুয়ারা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার হিসেবে তাঁর নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর

ক্রমিক:নং:	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
							এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং উক্ত এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫.এখানে আরো উল্লেখ্য যে,প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে।ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সম্পর্কে সুপার হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ১৯ বছর যাবত এমপিও উত্তোলন করে আসছেন।বিধায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব এ কে এম শামসুল হুদা এমপিও উত্তোলন করেছেন মর্মে প্রমানিত হয়। ০৬. এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষনা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন, তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না"**। অর্থাৎ যা সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী **estoppel** এর আওতায় পড়ে। ০৭।একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ 01.03.1958 সম্পর্কে সম্মক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর জন্ম তারিখ 01.03.1958 মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ০৮.যেহেতু নিজের ১৯ বছরের কাযকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি(সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে)সঠিক আছে মর্মে প্রমানিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব এ কে এম শামসুল হুদা তাঁর এমপিও শীটে জন্ম তারিখ 01.03.1958 খ্রি. অস্বীকার করতে পারেন না (সাক্ষ্য আইনের estoppel এর বিধান মতে)। সিদ্ধান্ত::উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (**01.05.1960**) অনুযায়ী তাঁর(**জনাব** এ কে এম শামসুল হুদা)জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।
০৩	এ কে এম নুরুল ইসলাম,সুপার,হারজী নলবুণিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা।(ইন নং:১০২৭৮০)	063912	03.01.1958	01.03.1958	৮৮২৩, পিরোজপুর, মঠবাড়ীয়া	২৯.০৮.২০১৭	০১.জনাব এ কে এম নুরুল ইসলাম এর এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ ০৩.০১.১৯৫৮ খ্রিঃ হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ 01.03.1958 খ্রিঃ উল্লিখিত হয়েছে। ০২.এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (03.01.1958) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ(01.03.1958)ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 01.03.1958 হিসেবে সংশোধনের জন্য সুপার কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩.আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্য পর্যালোচনায়

ক্রমিক:নং :	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
							আরো দেখা যায় যে, জন্ম তারিখ সম্বলিত তাঁর ১ম এমপিও শীট ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 03.01.1958 খ্রি. মুদ্রিত হয়ে আসছে যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে। এ দীর্ঘ (১৯৯৭-২০১৭) ২০ বছরে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য সুপার কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি।(জনাব এ কে এম নুরুল ইসলাম ১৯৯৮ সালে মাউশিতে আবেদন করেছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণক আবেদনের সাথে সংযুক্ত করেন নি এবং জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাও উল্লেখ করেন নি,অর্থাৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি। ০৪.এখানে উল্লেখ্য যে, জনাব এ কে এম নুরুল ইসলাম,সুপার,হারজী নলবুনিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার হিসেবে তাঁর নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে। এবং উক্ত এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ৫.এখানে আরো উল্লেখ্য যে,প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে।ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সম্পর্কে সুপার হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ১৯ বছর যাবত এমপিও উত্তোলন করেআসছেন। বিধায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব এ কে এম নুরুল ইসলাম ইসলাম এমপিও উত্তোলন করেছেন মর্মে প্রমানিত হয়। ০৬.এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষনা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন, তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না"। অর্থাৎ যা সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী estoppel এর আওতায় পড়ে।** ০৭।একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ 03.01.1958 সম্পর্কে সম্মক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর জন্ম তারিখ 03.01.1958 মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ০৮.যেহেতু নিজের ১৯ বছরের কাযকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি(সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে)সঠিক আছে মর্মে প্রমানিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব এ কে এম নুরুল ইসলাম তাঁর এমপিও শীটে জন্ম তারিখ 03.01.1958 খ্রি. অস্বীকার করতে পারেন না (সাক্ষ্য আইনের estoppel এর বিধান মতে)। সিদ্ধান্ত::উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (01.03.1958) অনুযায়ী তাঁর(জনাব এ কে এম নুরুল

ক্রমিক:নং:	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
							হলো।
০৪	জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমীন, সুপার, সপ্তগ্রাম সম্মিলনী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা।(ইন নং:১০২৭১২)	063698	01.12.1958	01.01.1959	১১৩৯৫, পিরোজপুর, কাউখালী	২৯.১০.২০১৭	জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমীন এর এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 01.12.1958 খ্রিঃ হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ 01.01.1959 খ্রিঃ উল্লিখিত হয়েছে। ০২. এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (01.12.1958) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (01.01.1959) ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর(জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমীন)জন্ম তারিখ 01.01.1959 হিসেবে সংশোধনের জন্য সুপার কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩. আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, জন্ম তারিখ সম্বলিত তাঁর(জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমীন) ১ম এমপিও শীট ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীট তাঁর জন্ম তারিখ 01.12.1958 খ্রি. মুদ্রিত হয়ে আসছে যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে। এ দীর্ঘ (১৯৯৮-২০১৭) ১৯ বছর মোহাম্মদ নুরুল আমীন কর্তৃক তাঁর জন্ম তারিখ সংশোধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমানক দেয়া হয়নি।অর্থাৎকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ০৪.এখানে উল্লেখ্য যে,(জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমীন)সপ্তগ্রাম সম্মিলনী ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার হিসেবে তাঁর নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে। এবং উক্ত এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫.এখানে আরো উল্লেখ্য যে,প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে।ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সম্পর্কে সুপার হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ১৯ বছর যাবত এমপিও উত্তোলন করে আসছেন।বিধিায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমীন এমপিও উত্তোলন করেছেন মর্মে প্রমানিত হয়। ০৬.এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষনা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন, তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না"। অর্থাৎ যা সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী estoppel এর আওতায় পড়ে।** ০৭।একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ 01.12.1958 সম্পর্কে সম্মক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর(জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমীন) জন্ম তারিখ 01.12.1958 মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

ক্রমিক:নং	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
							০৮.যেহেতু নিজের ১৯ বছরের কাযকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি(সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে)সঠিক আছে মর্মে প্রমানিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমীন তাঁর এমপিও শীটে জন্ম তারিখ 01.12.1958 অস্বীকার করতে পারেন না(সাক্ষ্য আইনের estoppel এর বিধান মতে)। সিদ্ধান্ত:উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (01.01.1959) অনুযায়ী তাঁর(জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমীন) জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।
০৫	জনাব মো: শামছুদ্দীন, সুপার, উত্তর সাকুচিয়া মহিলা দাখিল মাদরাসা	078146	01.01.1966	01.03.1966	১১৫৭৪, ভোলা, মনপুরা	০২.১১.২০১৭	জনাব মো: শামছুদ্দীন এর এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 01.01.1966 খ্রিঃ হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ 01.03.1966 খ্রিঃ উল্লিখিত হয়েছে। ০২.এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (01.01.1966) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (01.03.1966) ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 01.03.1966 হিসেবে সংশোধনের জন্য সুপার কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩. আবেদনের সাথে সংযুক্ত তথ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, জন্ম তারিখ সম্বলিত তাঁর(জনাব মো: শামছুদ্দীন) ১ম এমপিও শীট ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীট তাঁর জন্ম তারিখ 01.01.1966 খ্রি. মুদ্রিত হয়ে আসছে যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে। এ দীর্ঘ (১৯৯৮-২০১৭) ১৯ বছর জনাব মো: শামছুদ্দীন কর্তৃক তাঁর জন্ম তারিখ সংশোধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমানক দেয়া হয়নি।অর্থাৎকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ০৪.এখানে উল্লেখ্য যে,(জনাব মো: শামছুদ্দীন)উত্তর সাকুচিয়া মহিলা দাখিল মাদরাসার সুপার হিসেবে তাঁর নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং উক্ত এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫.এখানে আরো উর্লেখ্য যে,প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে।ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সম্পর্কে সুপার হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ১৯ বছর যাবত এমপিও উত্তোলন করে আসছেন।বিধিায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব মো: শামছুদ্দীন এমপিও উত্তোলন করেছেন মর্মে প্রমানিত হয়। ০৬.এখানে উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে "যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষনা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন, তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি

ক্রমিক নং:	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
							বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না"। অর্থাৎ যা সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী estoppel এর আওতায় পড়ে। ০৭।একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ 01.01.1966 সম্পর্কে সম্মক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর(জনাব মো: শামছুদ্দীন) জন্ম তারিখ 01.01.1966 মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ০৮.যেহেতু নিজের ১৯ বছরের কাযকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি(সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে)সঠিক আছে মর্মে প্রমানিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব মো: শামছুদ্দীন তাঁর এমপিও শীটে জন্ম তারিখ 01.01.1966 অস্বীকার করতে পারেন না(সাক্ষ্য আইনের estoppel এর বিধান মতে)। সিদ্ধান্ত:উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (01.03.1966) অনুযায়ী তাঁর(জনাব মো: শামছুদ্দীন) জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।
০৬	জনাব মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ফারুক, সুপার, দক্ষিণ তক্তাবুনিয়া রহিমিয়া দাখিল মাদরাসা।(ইন নং:১০০০৭৬)	065787	01.03.1958	01.09.1958	১৫৯৯, বরগুনা, আমতলী।	০৬.০৩.২০১৮	জনাব মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ফারুক এর এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 01.03.1958 খ্রিঃ হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ 01.09.1958 খ্রিঃ উল্লিখিত হয়েছে। ০২.এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (01.03.1958) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (01.09.1958) ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 01.09.1958 হিসেবে সংশোধনের জন্য সুপার কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩. আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, জন্ম তারিখ সম্বলিত তাঁর(জনাব মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ফারুক) ১ম এমপিও শীট ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীট তাঁর জন্ম তারিখ 01.03.1958 খ্রি. মুদ্রিত হয়ে আসছে যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে। এ দীর্ঘ (১৯৯৮-২০১৭) ১৯ বছর জনাব মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ফারুক কর্তৃক তাঁর জন্ম তারিখ সংশোধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমানক দেয়া হয়নি। অর্থাৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ০৪.এখানে উল্লেখ্য যে,(জনাব মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ফারুক)দক্ষিণ তক্তাবুনিয়া রহিমিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার হিসেবে তাঁর নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে। এবং উক্ত এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫.এখানে আরো উল্লেখ্য যে,প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে।ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সম্পর্কে সুপার হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ১৯ বছর যাবত এমপিও উত্তোলন

ক্রমিক:নং:	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
							করে আসছেন।বিধিায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ফারুক এমপিও উত্তোলন করেছেন মর্মে প্রমানিত হয়। ০৬।এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষনা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন, তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না"। অর্থাৎ যা , সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী estoppel এর আওতায় পড়ে।** ০৭। একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান জনাব মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ফারুক এর জন্ম তারিখ 01.03.1958 সম্পর্কে সম্মক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর(জনাব মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ফারুক) জন্ম তারিখ 01.03.1958 মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ০৮.যেহেতু নিজের ১৯ বছরের কাযকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি(সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে)সঠিক আছে মর্মে প্রমানিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব আবু আবদুল্লাহ ফারুক তাঁর এমপিও শীটে জন্ম তারিখ 01.03.1958 অস্বীকার করতে পারেন না(সাক্ষ্য আইনের estoppel এর বিধান মতে)। সিদ্ধান্ত:উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (01.09.1958) অনুযায়ী তাঁর(জনাব মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ফারুক) জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।
০৭	জনাব মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল,সুপার, মধ্য আমখোলা দাখিল মাদরাসা।(ইন নং:১০২৩০৭)	071696	01.03.1958	01.01.1959	৯৪০, পটুয়াখালী, গলাচিপা।	০৮.০২.২০১৮	জনাব মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল এর এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 01.03.1958 খ্রিঃ হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ 01.01.1959 খ্রিঃ উল্লিখিত হয়েছে। ০২.এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (01.03.1958) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (01.01.1959) ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 01.01.1959 হিসেবে সংশোধনের জন্য সুপার কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩.আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ পত্র ও তথ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে,জন্ম তারিখ সম্বলিত তাঁর(জনাব মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল) ১ম এমপিও শীট ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীট তাঁর জন্ম তারিখ 01.03.1958 খ্রি. মুদ্রিত হয় যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে। এ দীর্ঘ (১৯৯৭-২০১৭)২০ বছরে জনাব মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল কর্তৃক তাঁর জন্ম তারিখ সংশোধনের কান পদক্ষেপ

ক্রমিক:নং:	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
							গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমানক দেয়া হয়নি। অর্থাৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ০৪.এখানে উল্লেখ্য যে,(জনাব মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল)মধ্য আমখোলা দাখিল মাদরাসার সুপার হিসেবে তাঁর নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে। এবং উক্ত এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫.এখানে আরো উল্লেখ্য যে,প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে।ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সম্পর্কে সুপার হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ২০ বছর যাবত এমপিও উত্তোলন করে আসছেন। বিধায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল এমপিও উত্তোলন করেছেন মর্মে প্রমানিত হয়। ০৬. এখানে আরো **উল্লেখ্য যে,** সাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষনা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন, তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না"।** অর্থাৎ যা সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী **estoppel** এর আওতায় পড়ে। ০৭।একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান জনাব মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল এর জন্ম তারিখ 01.03.1958 খ্রি. সম্পর্কে সম্মক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর(জনাব মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল)জন্ম তারিখ 01.03.1958 মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ০৮.যেহেতু নিজের ২০ বছরের কাযকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি(সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে)সঠিক আছে মর্মে প্রমানিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব মো: শামছুদ্দীন তাঁর এমপিও শীটে জন্ম তারিখ 01.03.1958 অস্বীকার করতে পারেন না(সাক্ষ্য আইনের estoppel এর বিধান মতে)। সিদ্ধান্ত:উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (**01.01.1959**) অনুযায়ী তাঁর(জনাব মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল) জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।
০৮	জনাব মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান,সুপার, বাঁশবুনিয়া ইসলামিয়া	065528	05.10.1958	01.01.1959	২৩৫৩, গলাচিপা, পটুয়াখালী।	০৪.০৪.২০১৮	জনাব মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান এর এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 05.10.1958 খ্রিঃ হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ 01.01.1959 খ্রিঃ উল্লিখিত হয়েছে। ০২.এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (05.10.1958) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (01.01.1959) ভিন্ন

ক্রমিক:নং:	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
	দাখিল মাদরাসা।(ইন নং:১০২৩০৫)						হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 01.01.1959 হিসেবে সংশোধনের জন্য সুপার কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩.আবেদনের সাথে সংযুক্ত তথ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে,জন্ম তারিখ সম্বলিত তাঁর (জনাব মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান) জন্ম তারিখ সম্বলিত ১ম এমপিও শীট ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীট তাঁর (জনাব মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান) জন্ম তারিখ 05.10.1958 খ্রি. মুদ্রিত হয় যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে। এ দীর্ঘ (১৯৯৭-২০১৭) ২০ বছওে জনাব মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান কর্তৃক জন্ম তারিখ সংশোধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমানক দেয়া হয়নি। অর্থাৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ০৪.এখানে উল্লেখ্য যে,(জনাব মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান) বাঁশবুনিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার হিসেবে তাঁর নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং উক্ত এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫.এখানে আরো উল্লেখ্য যে,প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে। ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সম্পর্কে সুপার হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ২০ বছর যাবত এমপিও উত্তোলন করে আসছেন।বিধায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান এমপিও উত্তোলন করেছেন মর্মে প্রমানিত হয়। ০৬.এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষনা,কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন, তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না"। অর্থাৎ যা সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী estoppel এর আওতায় পড়ে।** ০৭।একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান এর জন্ম তারিখ 05.10.1958 সম্পর্কে সম্মক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর (মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান) জন্ম তারিখ 05.10.1958 মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ০৮.যেহেতু নিজের ২০ বছরের কাযকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি(সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে)সঠিক আছে মর্মে প্রমানিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান তাঁর এমপিও শীটে জন্ম তারিখ 05.10.1958 অস্বীকার করতে পারেন না(সাক্ষ্য আইনের estoppel এর বিধান মতে)।

ক্রমিক:নং:	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
							সিদ্ধান্ত:উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (**01.01.1959**) অনুযায়ী তাঁর(জনাব মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান) জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।
০৯	জনাব মো: আকবর হোসাইন,সুপার,হেংলী বুধপাড়া দাখিল মাদরাসা।(ইন নং:১২৫৪২১)	084518	01.01.1959	01.01.1962	৩০৯০, চাটমোহর, পাবনা।	৩০.০৪.২০১৮	জনাব মো: আকবর হোসাইন এর এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 01.01.1959 খ্রিঃ হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ 01.01.1962 খ্রিঃ উল্লিখিত হয়েছে। ০২.এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (01.01.1959) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (01.01.1962) ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 01.01.1962 খ্রি. হিসেবে সংশোধনের জন্য সুপার কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩. আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে,জন্ম তারিখ সম্বলিত তাঁর(জনাব মো: আকবর হোসাইন) ১ম এমপিও শীট ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯৭ খ্রিঃ সাল থেকেই এমপিও শীট তাঁর (জনাব মো: আকবর হোসাইন) জন্ম তারিখ 01.01.1959 খ্রি. মুদ্রিত হয়ে আসছে যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে। এ দীর্ঘ (১৯৯৭-২০১৭)২০ বছরে জনাব মো: আকবর হোসাইন কর্তৃক জন্ম তারিখ সংশোধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমানক দেয়া হয়নি। অর্থাৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ০৪.এখানে উল্লেখ্য যে,(জনাব মো: আকবর হোসাইন) হোসাইন,সুপার,হেংলী বুধপাড়া দাখিল মাদরাসার সুপার হিসেবে তাঁর নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে। এবং উক্ত এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫.এখানে আরো উল্লেখ্য যে,প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে। ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সম্পর্কে সুপার হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ২০ বছর যাবত এমপিও উত্তোলন করে আসছেন।বিধিায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব মো: আকবর হোসাইন এমপিও উত্তোলন করেছেন মর্মে প্রমানিত হয়। ০৬. এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষনা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন, তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না" অর্থাৎ যা সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী estoppel এর আওতায় পড়ে।** ০৭। একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান জনাব মো:

ক্রমিক:নং:	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
							আকবর হোসাইন এর জন্ম তারিখ 01.01.1959 সম্পর্কে সম্মক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর (জনাব মো: আকবর হোসাইন) জন্ম তারিখ 01.01.1959 মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ০৮.যেহেতু নিজের ২০ বছরের কাযকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি(সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে)সঠিক আছে মর্মে প্রমানিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব মো: আকবর হোসাইন তাঁর এমপিও শীটে জন্ম তারিখ 01.01.1959 অস্বীকার করতে পারেন না(সাক্ষ্য আইনের estoppel এর বিধান মতে)। সিদ্ধান্ত: উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (**01.01.1962**) অনুযায়ী **জনাব** মো: আকবর হোসাইন) জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।
১০	জনাব মোঃ ইমামুজ্জামান সরকার,সুপার,ফরিদপুর মোল্লাপাড়া আমিনিয়া দাখিল মাদরাসা,মিঠাপুকুর,রংপুর	০৮৫৪৬৩	10.01.1956	01.03.1961	7131 মিঠাপুকুর, রংপুর	19.07.2017	জনাব মো: ইমামুজ্জামান সরকার এর এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 10.01.1956 খ্রিঃ মুদ্রিত হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ 01.03.1961 খ্রিঃ উল্লিখিত হয়েছে। ০২.এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (10.01.1956) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (01.03.1961) ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ 01.03.1961 হিসেবে সংশোধনের জন্য সুপার কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩.আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে,তাঁর (জনাব মোঃ ইমামুজ্জামান সরকার) জন্ম তারিখ সম্বলিত ১ম এমপিও শীট ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীটে তাঁর (জনাব মোঃ ইমামুজ্জামান সরকার) জন্ম তারিখ 10.01.1956খ্রি. মুদ্রিত হয় যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে।এ দীর্ঘ(১৯৯৮-২০১৫) ১৮ বছরে জনাব মোঃ ইমামুজ্জামান সরকার কর্তৃক জন্ম তারিখ সংশোধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমানক দেয়া হয়নি।অর্থাৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ০৪.এখানে উল্লেখ্য যে, জনাব মোঃ ইমামুজ্জামান সরকার,ফরিদপুর মোল্লাপাড়া আমিনিয়া দাখিল মাদরাসা,মিঠাপুকুর,রংপুর এর সুপার হিসেবে তাঁর নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং উক্ত এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫.এখানে আরো উল্লেখ্য যে,প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে। ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সম্পর্কে সুপার হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ১৮ বছর যাবত এমপিও উত্তোলন করে আসছেন।বিধিায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব মোঃ ইমামুজ্জামান সরকার এমপিও উত্তোলন করেছেন মর্মে প্রমানিত হয়।

ক্রমিক:নং:	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	ইনডেক্স নাম্বার	এমপিওতে ভুল জন্ম তারিখ	এমপিওতে সঠিক জন্ম তারিখ	ডকেট নং,জেলা উপজেলা।	আবেদন জমা দানের তারিখ।	মন্তব্য
							এমপিও উত্তোলন করেছেন মর্মে প্রমানিত হয়। ০৬. এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষনা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন, তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না"**। অর্থাৎ যা সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী **estoppel** এর আওতায় পড়ে। ০৭। একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান জনাব মোঃ ইমামুজ্জামান সরকার এর জন্ম তারিখ 10.01.1956 সম্পর্কে সম্মক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর (জনাব মোঃ ইমামুজ্জামান সরকার) জন্ম তারিখ 10.01.1956 মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ০৮.যেহেতু নিজের ১৮ বছরের কাযকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি(সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে)সঠিক আছে মর্মে প্রমানিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব মো: আকবর জনাব মোঃ ইমামুজ্জামান সরকার তাঁর এমপিও শীটে জন্ম তারিখ 10.01.1956 অস্বীকার করতে পারেন না(সাক্ষ্য আইনের estoppel এর বিধান মতে)। সিদ্ধান্ত:উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (**01.03.1961**) অনুযায়ী তাঁর(জনাব মোঃ ইমামুজ্জামান সরকার) জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।

৩. উপরে বর্ণিত পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত মতে সংশোধনীর নিমিত্ত আবেদনকারীদের দাখিলকৃত আবেদনের বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

৪. এমতাবস্থায় পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত কলামে বর্ণিত সিদ্ধান্ত মতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতির জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৪.০৭.১৮

মোঃ বিল্লাল হোসেন
মহাপরিচালক
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা।
ফোনঃ ৪১০৩০১৫৯

জেলা শিক্ষা অফিসার: রংপুর, পাবনা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর, কুমিল্লা, নেত্রকোণা।

অনুলিপিঃ

১.সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;

২.মহাপরিচালক,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা;

৩.আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ, রংপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, রাজশাহী অঞ্চল;

৪.উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, মিঠাপুকুর, চাটমোহর, মঠবাড়িয়া, আমতলী, গলাচিপা, কাউখালী, মনপুরা, বুড়িচং, মদন;

৫.সুপার/সভাপতি.....মাদরাসা;উপ.....জেলা.....।

৬.অফিস কপি।